যায়যায়দিন
তারিখ 09 SEP 2008

়খনো ৫ কোটি লোক অসাক্ষর

রকার বলে সাক্ষর ৬৩ ভাগ াসলে ৫০ ভাগ অতিক্রম করেনি

াহেল হায়দার চৌধুরী

ক্ষরতা ও শিক্ষা নিয়ে সারাদেশে কারি- বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন র্কাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। তবুও কাঙ্ক্ষিত ফলাভ সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন জরিপ ুযায়ী জানা গেছে, এখনো দেশের মোট নগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি অসাক্ষর। রকারের পক্ষ থেকে সাক্ষরতার হার ৬৩ কাজ করেন তাদের হিসাবে এ হার ৫০ ভাগ অতিক্রম করেনি এখনো।

সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার অভাব, সমন্বয়হীনতা, শিক্ষকের অপ্রতুলতা ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকা, ভৌত অবকাঠামোর অভাব ও শিক্ষাকে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরে আকর্ষণীয় (শেষ পৃষ্ঠার পর)

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জন্য এ অবস্থা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে উভয় পক্ষই মনে করছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপির হার ২ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৪ ভাগ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রায় সবাই মনে করেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকার এ বিষয়ে নিজেদের যতোটা সোচ্চার বলে প্রমাণ করতে চায় বাস্তবে তা নয়।

এদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ঃ আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানের াতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে য, 'ডাকার ঘোষণা'য় যে ছয়টি লক্ষ্যমাত্রা র্ধারিত ২০১৫ সালের মধ্যে কোনোভাবেই া পূরণ করা সম্ভব হবে না। পরে কতো ছরে ওই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব তা-ও ািশ্চিত করে বলতে পারেননি কোনো পক্ষ। াবে এ ক্ষেত্রে কাজ করেন এমন বেসরকারি াতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সহযোগীরা মনে ়রেন, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার ়রণে সরকারকে আরো মনোযোগী এবং ারিৎকর্মা হতে হবে। আমলাতান্ত্রিক াটিলতামুক্ত রাখতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রকে। ারকার পক্ষ অবশ্য বলছে, 'সবার জন্য াক্ষা' ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে াগগির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, ানবসম্পদ উন্নয়ন ও ইনক্লুসিভ ডুকেশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত বে। এছাড়া ২০১০ সালের মধ্যে শিক্ষক-াত্রের অনুপাত ১:৫১ থেকে কমিয়ে :৪৬-এ নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও সবার জন্য শিক্ষা ইএফএ) কার্যক্রমের ফোক্যাল পয়েন্ট ফ ম জালাল উদ্দীন আল-কাদেরীর সঙ্গে কথা য়। তিনি বলেন, সবার জন্য শিক্ষা িশ্চিত করতে দেশের প্রতিটি সরকারি াথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত দুইটি করে াসরুম ও দুইজন করে শিক্ষক বাড়ানো চ্ছে। পরে রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুলেও টা করা হবে। ২০১০ সালের মধ্যে এ কল্প শেষ হবে। তিনি বলেন, ওই একই ময়ের মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের বর্তমান নুপাত ১:৫১ থেকে কমিয়ে ১:৪৬-এ ানার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। শিক্ষা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি র্যালোচনা করে তিনি বলেন, ২০১৫ ালের মধ্যে 'ডাকার ঘোষণা'র ছয়টি ক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে না। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপির হার ৪% করা হলে াঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন দ্রুততর হবে বলে ানান তিনি।

ালাল উদ্দীন আল-কাদেরী আরো বলেন, াক্ষরতা তথা শিক্ষা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কাজের সমন্বয় অনেক বড়েছে। সরকারের সঙ্গে শতাধিক নজিও এ ক্ষেত্রে কাজ করছে। ালাদাভাবেও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান াজ করছে। তিনি বলেন, বর্তমানে াক্ষরতার হার ৬৩%। আগামী কয়েক ছরে এ হার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে যাবে। াক্ষরতা নিয়ে ব্যাপক কাজ করছে ফ্রেন্ডস ন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ ফআইডিডিবি)। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী রিচালক সেহীন আহমদ বলেন, সাক্ষরতা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি র্যায়ে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। আমরা যারা ক্ষেত্রে কাজ করছি তারা এক ধরনের কাদারি করছি, যেটার মধ্যে আনন্দ নেই। িনি বলেন, আশির দশকে সাক্ষরতার হার ছিল ২০-২১%। এখন সেটা ৪২-৪৩% হবে। সেহীন আহমদ বলেন, এ ক্ষেত্রে সরকারের সামগ্রিক পরিকল্পনা নেই। সমন্বয় নেই। অর্থায়ন যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, জিডিপির ২% শিক্ষার জন্য খরচ হয়। এটা কমপক্ষে ৬% হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, এখন অন্তত ২০-৩০ বছরের পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ করা উচিত। সব সরকার ও রাজনৈতিক দল তথা নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ও সমন্বিত প্রয়াস এখন খুবই জরুরি।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক এহসানুর রহমান এ ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, জাতীয়ভাবে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য কোনো বড় প্রকল্প নেই। নেই কোনো দীর্ঘমেয়াদি দূরদর্শী পরিকল্পনা। এ ক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা এবং দক্ষ জনবল তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকা বড় বাধা হয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, সরকারি হিসাবমতেই দেশে এখন ৫ কোটি ২০ লাখ লোক অসাক্ষর। এ পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হলে 'ম্যাসিভ প্রোগ্রাম' হাতে নিতে হবে। তবে সময় অন্ততপক্ষে ২০১৮ সাল পর্যন্ত লাগবে।

সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মতভেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমন্বয়হীনতার কারণে এমনটি হচ্ছে। এহসানুর রহমান বলেন, কোন জেলায় বা কোন উপজেলায় কতো লোক নিরক্ষর আছে তার হিসাব বের করে সে অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে। সবচেয়ে বড় বিষয় স্থানীয় পর্যায়ের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ হবে না। সে জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি।

ইউনিসেফের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আব্দুর রফিক দীর্ঘদিন ধরে সাক্ষরতা নিয়ে কাজ করছেন। তার মতে, শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপির পরিমাণ অন্ততপক্ষে ৪% করা প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বেশি করে প্রকল্প হাতে নিতে হবে। পূর্ণ ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি সমন্বিতভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা করতে হবে।

'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনে সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে নীতি নির্ধারণ বিষয়ে দেন-দরবার, গবেষণা পরিচালনা ও শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনজিওদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করে থাকে গণসাক্ষরতা অভিযান। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যবস্থাপক কে এম এনামুল হক বলেন, শিক্ষা আমার মৌলিক বা সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু আমি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে আইনের আশ্রয় নিতে পারি না। তাহলে সত্যিই কি শিক্ষা অধিকার?

তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় ১৭ বছরের আগে কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছাড়তে চাইলে তাকে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে প্রায় ৪৮%, মাধ্যমিক স্তরে ৮০% শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এর কারণ যথাযথ অ্যাকশন প্ল্যান না থাকা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় ও অর্থ বরাদ্দ না থাকা। তিনি বলেন, সরকারের উচিত শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ যেমন মানচিত্রায়ন বা ম্যাপিং করা। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কথা বিবেচনা করে শিক্ষকের যোগ্যতা ও বেতন পুনর্নির্ধারণ করা। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে জন্ম নিবন্ধন বা জাতীয় নিবন্ধনের সঙ্গে শিক্ষার্থী নিবন্ধন করা যেতে পারে।